রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৩ সনের ১৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ৯, ২০১৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩২৫—৩৩১
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৬১—৫৯৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৭৯—৬০৪
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	২৯—৩০
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা ১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ বৈশাখ ১৪২০/২৪ এপ্রিল ২০১৩

নং ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১৩-১৬০—যেহেতু, জনাব মোঃ নাজীবুল ইসলাম (৪২২৯), প্রাক্তন সচিব (উপ-সচিব), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), রাজশাহী বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী বিগত ২০-২-২০১২ হতে ০৮-১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সচিব, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত সচিব, (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত) এর যোগসাজশে নথি উপস্থাপন করে তাঁর মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৯-১৯৯২ তারিখের সম (বৈঃ নিঃ)/নিয়োগ-নীতি-১/৯২-৫০০(৫০০) সংখ্যক রিজলিউশনের শর্ত ভঙ্গ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতি না নিয়ে বিধি বহির্ভূতভাবে বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বগুড়া জোন এর অনুকূলে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর ২৬-০৭-২০১২ তারিখে ৫৯৮ সংখ্যক স্মারক মারফত Enhancing Quality Seed Supply Project-এ Procurement Specialist পদে ০১ আগস্ট ২০১২ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত লিয়েন মঞ্জুর করান। এ কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তাঁর বিরদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৭-০১-২০১৩ তারিখের ০৫.১৮০.০২৭.০২.০০.০০৪.২০১৩-২৭ নং স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হলে তিনি যথারীতি জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, বিগত ১৬-০৪-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষে জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, উপ-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ নাজীবুল ইসলাম (৪২২৯), এর কৈফিয়তের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, সরকার পক্ষের বক্তব্য, নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি বিএমডিএ-তে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বগুড়া জোন এর লিয়েন মঞ্জুরীর বিষয়টি কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবরে অগ্রায়ণের জন্য নির্বাহী পরিচালক এর নিকট ইচ্ছা ব্যক্ত করে পরবর্তীতে নথিতে কোন প্রস্তাব না দিয়ে সিদ্ধান্তের জন্য নথি উপস্থাপন করেছিলেন এবং বিএমডিএ-এর বিভিন্ন প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ও সাকুল্য বেতনে নিয়োজিত প্রকল্পভুক্ত ৩৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্বখাতে আত্মীকরণসহ চাকুরী নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত নথিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিপত্রসহ অডিট ও হিসাব শাখার মতামত সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন বিধায় উল্লিখিত লিয়েন মঞ্জুর এবং প্রকল্পভুক্ত ৩৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্বখাতে আত্মীকরণসহ চাকুরী নিয়মিতকরণের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে তাঁর অবস্থান ছিল;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে এবং যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের আলোকে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম চলার মত উপর্যুক্ত কোন ভিত্তি আছে বলে প্রতীয়মান না হওয়ায় জনাব মোঃ নাজীবুল ইসলাম (৪২২৯) কে আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতির দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনাব মোঃ নাজীবুল ইসলাম (৪২২৯), প্রাক্তন সচিব (উপ-সচিব), বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার বিধি ৭(২) (এ) অনুযায়ী অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২(৪) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ চৈত্র ১৪১৯/০৮ এপ্রিল ২০১৩

নং ০৫.১৮৩.০২৭.০২.০০.০৫.২০০৬-১৪১—যেহেতু, জনাব তোফাজ্জেল হোসেন (৫০০৬), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বর্তমানে উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), পাট অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগের বিগত ০৫-০৪-২০০৬ তারিখে বিভাগীয় মামলা চালু করে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, তিনি ২৩-৪-২০০৬ তারিখে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ০৪-০৭-২০০৬ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার কৈফিয়তের জবাব এবং শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিষয়টি অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় জনাব মোঃ আবদুল মাবুদ (৩৯৪১), (তৎকালীন উপ-সচিব, বিধি-২, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপ-সচিব), ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান শীর্ষক কর্মসূচির কাজের জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত কে বিভাগীয় মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ০৩-০৫-২০১০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন এবং ২৮-০২-২০১৩ তারিখে পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেন;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করায় পরবর্তীতে তদন্ত প্রতিবেদনের মতামতটি পুনরায় আচরণ বিধি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক স্পষ্টিকরণের জন্য তদন্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানানো হলে তদন্ত কর্মকর্তা পুনরায় স্পষ্টিকরণপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। স্পষ্টিকরণ তদন্ত প্রতিবেদনের 'সিদ্ধান্ত' অংশে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, "জনাব তোফাজ্জেল হোসেন (৫০০৬) সিনিয়র সহকারীসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (বর্তমানে সিনিয়র সহকারী সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালার বিধি ৩(বি) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি।"

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব তোফাজ্জেল হোসেন (৫০০৬) এর বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপারের সংগঠিত তদন্তে তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদনে তার ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বহু বিবাহ, বিবাহের কাবিননামায় জন্ম তারিখ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উল্লেখ করা এবং এসব কারণে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অনেক মামলার কোনটি নিষ্পত্তি আবার কোনটি অনিষ্পত্তিকৃত রয়েছে মর্মেও উল্লেখ করা হয়। একজন সরকারি কর্মকর্তার সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে তাঁকে অফিসার সুলভ আচরনের অধিকারী হতে হবে। বার বার স্ত্রীকে তালাক ও বহু বিবাহ কোন মতে অফিসার সুলভ আচরণের পর্যায়ে পড়ে না। তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিভিন্ন চারিত্রিক অ-অফিসারসূলভ আচরণের কথা উল্লেখ করলেও অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করেছেন যা কোনমতে গ্রহণ যোগ্য নয়;

যেহেতু, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (সাবেক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) বিধি-৫ শাখার ২৬-২-১৯৮৭ তারিখের সম(বিধি-৫)১ডি/-১/৮৭-৩০(৫০) নং পরিপত্র অনুযায়ী "কর্তৃপক্ষতদন্ত প্রতিবেদনের মতামতের সাথে একমত পোষণ করিতে বাধ্য নয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ নিজস্ব সিদ্ধাতে উপনীত হইতে পারেন।" এছাড়া সরকাররি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(৫) বিধিতে উল্লেখ আছে "কর্তৃপক্ষ সরকারি অফিসার বা তদন্ত বোর্ডের মতামত পাওয়ার পর বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন";

যেহেতু, সার্বিক দিক বিবেচনাপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদনের মতামতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা হলো না এবং জনাব তোফাজ্জেল হোসেন (৫০০৬) এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগের সত্যতা আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব তোফাজ্জেল হোসেন (৫০০৬), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বর্তমানে উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), পাট অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর ২(দুই) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। বিএসআর -১ম খণ্ডের ৪৫ নং বিধি অনুযায়ী জনাব তোফাজ্জেল হোসেন (৫০০৬) এর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির স্থগিতকরণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে স্থগিতকরণ মেয়াদের চাকুরীকাল ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৮ চৈত্র ১৪১৯/১১ এপ্রিল ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৭.১১-২৩৯—যেহেতু, জনাব পরিমল মজুমদার (৪৫৩১), সিনিয়র সহকারী সচিব (উপসচিব হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কিন্তু পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদান করেননি) বিগত ১২-৫-২০০৩ তারিখ হতে ১৭-৪-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে চিলমারী, কুড়িগ্রাম এ কর্মরত অবস্থায় তাঁকে চার্জ অফিসার হিসেবে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-৪ শাখায় ন্যস্ত করা হয়। তিনি মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেননি। পরবর্তী সময়ে তাঁকে উপ-সচিব পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। কিন্তু পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে তিনি যোগদান করেননি। তাঁকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপসচিব পদে বদলিপূর্বক নিয়োগ/সংযুক্ত করা হয়। তিনি সেখানেও অদ্যাবধি যোগদান করেননি। তাই তিনি পূর্বোক্ত পদেই থেকে যান এবং কর্মস্থলে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে অনুপস্থিত আছেন। জনাব পরিমল মজুমদার (৪৫৩১) এর বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতিক্রমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ২৪-১১-২০১১ তারিখ প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য বেগম কামরুন নাহার খানম, সদস্য, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ১২-০৮-২০১২ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধি অনুযায়ী "চাকুরী হতে অপসরেণ (Removal from service)" করার গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে মোতাবেক ২৪-০৯-২০১২ তারিখ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, জনাব পরিমল মজুমদার (৪৫৩১) এর বিরুদ্ধে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৭) বিধি এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদন্ড আরোপের বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব পরিমল মজুমদার (৪৫৩১)-কে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদন্ড আরোপের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী জনাব পরিমল মজুমদার (৪৫৩১)-কে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদন্ড আরোপের প্রস্তাব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব পরিমল মজুমদার (৪৫৩১), সিনিয়র সহকারী সচিব-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(সি) মোতাবেক "ডিজারশন (Desertion)" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(সি) বিধি মোতাবেক তাঁকে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৫ বৈশাখ ১৪২০/২৮ এপ্রিল ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.০২.০০৮.১২-২৭৪—যেহেতু, বেগম সুবর্না শিরিন (১৬৫৫১), সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিস), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল কর্তৃক ০৪(চার) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনাননুমতিতে ১৬ (ষোল) দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, (২) হিজলা গৌরনদি ইউনিয়নের উপ-নির্বাচনে দায়িত্ব প্রদান করা হলেও পারিবারিক অজুহাতে উক্ত দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করা এবং (৩) ৮১তম আইন ও প্রশাসন কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য বরিশাল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি গ্রহণ করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করে নিজ বাড়িতে অবস্থান করা ও অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান না করার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct) " ও "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০. ০০০০.১৮২.০১.০০১.১২-৭৯১ নম্বর স্মারকমূলে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হওয়ায় ০২-১২-২০১২ তারিখে জনাব আ. ন. ম কুদরত-ই-খুদা, উপ-সচিব (আইনকোষ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থিত হয়ে তার বক্তব্য পেশ করেছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ১৪-০১-২০১৩ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদনে বেগম সুবর্ণা শিরিন (১৬৫৫১) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct) " ও "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে বেগম সুবর্না শিরিন (১৬৫৫১) কে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) এবং ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে (Misconduct) " ও "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগের কারণে তাঁকে চাকরী হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পুনঃ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বেগম সুবর্না শিরিন (১৬৫৫১), একজন নবীন কর্মকর্তা। সামনে তাঁর বিস্তৃত কর্মজীবনের সুযোগ রয়েছে। নিজ শিশু সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা, তার চিকিৎসা এবং এ কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া ইত্যাদির কারণে বেগম সুবর্না শিরিন (১৬৫৫১), বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন। তাঁর চাকরীজনিত অনবিজ্ঞতার কারণে তাঁর কৃত কাজের প্রশাসনিক পরিনতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন না এবং তিনি তাঁর কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত মর্মে উল্লেখ করেছেন। তাই চাকুরীর এ সূচনালগ্নে তাঁকে চাকুরী হতে অপসারণ করার মত গুরুদন্ড আরোপ করা হলে তিনি তাঁর নিজ ভুল সংশোধন করার আর কোন সুযোগ পাবেন না এবং তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনও হতাশায় নিমজ্জিত হবে; এ সকল মানবিক কারণ বিবেচনায় তাঁকে গুরুদগন্ড আরোপ না করে লঘুদন্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে বেগম সুবর্না শিরিন (১৬৫৫১) কে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচারুণ (Misconduct)" ও ৩(সি) অনুযায়ী "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে "চাকুরি হতে অপসারণ (Removal from service)" করার গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি অনুযায়ী তাঁর এ ২টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি দুই বৎসরের জন্য স্থগিত" (Withholding of two yearly increments for two years) রাখার আদেশ দেয়া হল। ভবিষ্যৎ বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। তাঁর গত ০৬-০১-২০১২ তারিখ কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দিন থেকে কর্মে যোগদান করার পূর্ববর্তী দিন পর্যন্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময় বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার আদেশ দেওয়া হল। তাঁকে অবিলম্বে এ মন্ত্রণালয়ের এ.পি.ডি, অনুবিভাগে যোগদান করার নির্দেশ দেয়া হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো। আদেশ জারীর তারিখ থেকে এ আদেশ কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ এপ্রিল ২০১৩

নং ৪৬. ০৬৩. ০২৭. ০১. ০০. ০০৩. ২০১৩-৫৬০—যেহেতু, আলহাজ্ব মোঃ রেফাত উল্লাহ্ ঢাকা জেলাধীন সাভার পৌরসভার মেয়র;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষাপূর্বক ক্ষমতার অপব্যবহার করতঃ জনস্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে সাভার পৌর এলাকাস্থ সাভার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন 'রানা প্লাজা' নির্মাণের ক্ষেত্রে সাইট প্ল্যান ও ইমারতের নক্সা অনুমোদন করেছেন;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তাঁর দ্বারা পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার জন্য স্বার্থ হানিকর এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ হতে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী সাভার পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব মোঃ রেফাত উল্লাহ্কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেহানা ইয়াছমিন
উপ-সচিব (পৌর-১)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৩

শোক প্রস্তাব

তারিখ, ০৪ বৈশাখ ১৪২০/১৭ এপ্রিল ২০১৩

নং **২২২-বিচার-৩/২এম-৩/৮৪**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অতীব দুঃখের সাথে জানাচ্ছেন যে, বিগত ১২-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ শুক্রবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত নং-৩ এর বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন হৃদযন্ত্রের ক্রীয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর।

জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বিসিএস (বিচার) ক্যাডারে ১৯৮৪ সনে মুন্সেফ (সহকারী জজ) পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি একজন সৎ, দক্ষ, কর্তব্যপরায়ন ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন।

জনাব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন এর অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ সরকার গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য আন্তরিক সহানুভূতি ও গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ এপ্রিল ২০১৩

নং শিক্ষা-পরিশা-২/উপজেলা মডেল স্কুল/২০০৪/৩২/(অংশ-২)/৭৬—দেশের সকল এলাকায় মাধ্যমিক স্তরে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখের শিম/শাঃ১০/বেমজা-৫-১/৯৬/৯৮ নং এবং ০৫ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখের শিমপ/সিঃসঃপ্রঃ-৩/উপজেলা মডেল বিদ্যালয়/১৮২/২০০৮(অংশ-১)/১১ নং প্রজ্ঞাপনে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিহীন ৩০৬ টি উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এক্ষুণে উক্ত প্রজ্ঞাপনদ্বয়ের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নোক্ত ১১ টি উপজেলায় তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ডান পার্শ্বের কলামে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে মডেল বিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করা হল ঃ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শর্ত
(১)	মির্জাপুর, টাঙ্গাইল	মির্জাপুর এস কে পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	..
(২)	ডামুড্ডা, শরীয়তপুর	আলহাজ্জ ইমাম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়	স্থানীয় প্রশাসন হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
(৩)	মধুপুর, টাঙ্গাইল	মধুপুর রানী ভবানী উচ্চ বিদ্যালয়	..
(৪)	সরিষাবাড়ী, জামালপুর	সরিষাবাড়ী আর ডি এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	..
(৫)	পাংশা, রাজবাড়ী	পাংশা জর্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়	..
(৬)	ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী নওয়াব ইন্সটিটিউট	..
(৭)	মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ	তমিজা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা চালুর আদেশ/প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
(৮)	নকলা, শেরপুর	নকলা পাইলট গার্লস হাইস্কুল	বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা চালুর আদেশ/প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
(৯)	নালিতাবাড়ি, শেরপুর	আবদুল হাকিম স্মৃতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা চালুর আদেশ/প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।
(১০)	ফুলবাড়ী, দিনাজপুর	সুজাপুর হাইস্কুল	..
(১১)	তানোর, রাজশাহী	তানোর পাইলট হাইস্কুল	..

২। বর্ণিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, আসবাবপত্র, লাইব্রেরী, কম্পিউটার, ল্যাবরেটরী স্থাপন ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নিবিড় শিক্ষাক্রম তত্ত্বাবধানসহ গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৩। উপরোক্ত তালিকায় নির্বাচিত মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অনুমোদিত মানদণ্ডের পরিপন্থী বিদ্যালয় অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে এবং বিষয়টি পরবর্তীতে চিহ্নিত হলে মন্ত্রণালয় পরিদর্শন/যাচাইপূর্বক তা পরিবর্তন করতে পারবে।

৪। ডান পার্শ্বের কলামের শর্ত আগামী ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিপালন করতে হবে।

৫। এ প্রজ্ঞাপনটির আদেশমূলে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলি ইতোপূর্বে জারীকৃত ৩০ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখের শিম/শাঃ১০/বেমজা-৫-১/৯৬/৯৮ নং এবং ০৫ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখের শিমপ/সিঃসঃপ্রঃ-৩/উপজেলা মডেল বিদ্যালয়/১৮২/২০০৮(অংশ-১)/১১ নং প্রজ্ঞাপনে ঘোষিত মডেল বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উপজেলার ক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্ত হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেহেদী হাসান
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিচালনা পর্ষদ ও সমন্বয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৪ মার্চ ২০১৩

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০১.২০০৮-১১২—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ১৪(৩) ধারা অনুযায়ী ড. মোস্তফা কামাল মুজেরী-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তাঁর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে আরও ০৩(তিন) বছরের জন্য পরিচালক হিসেবে পুনঃনিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০১.২০০৮-১১৩—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ১৪(৩) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তাঁর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে আরও ০৩(তিন) বছরের জন্য পরিচালক হিসেবে পুনঃনিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০১.২০০৮-১১৪—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ১৪(৩) ধারা অনুযায়ী ড. সাদিক আহমেদ-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তাঁর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে আরও ০৩(তিন) বছরের জন্য পরিচালক হিসেবে পুনঃনিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০০১.২০০৮-১১৫—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ১৪(৩) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক হান্নানা বেগম-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তাঁর বর্তমান নিয়োগের মেয়াদ সমাপনান্তে আরও ০৩(তিন) বছরের জন্য পরিচালক হিসেবে পুনঃনিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৩

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০১৮.২০০৮-১২৫—সৌদি-বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (সাবিনকো) এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক জনাব এ.বি.এম আহসানুল হক (আহসান) এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের বিধান অনুযায়ী জনাব ফজলে কবির, সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে উক্ত কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে ০৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২।জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপ-সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ মাঘ ১৪১৯/১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৩৯.০০৬.০১৫.০০.০০.০৮১.২০১২-৫৬১—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ এর ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (২), (৩) এবং (৪) মোতাবেক এই আইনের অধীন নতুন প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম চালু রাখা এবং ধারা ০৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পানিবিনির বর্তমান পরিচালক মিসেস রহমান সামিনা-কে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রদান করা হলো। কর্তৃপক্ষের জন্য নতুন পদ সৃজন না হওয়া পর্যন্ত পানিবিনিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারী হিসেবে স্ববেতনে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে কর্মরত থাকবেন।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৭ ফাল্গুন ১৪১৯/১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং শাঃ১৮/ইসঃ বিঃ-৫/২০০২/৭২—ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (সংশোধিত আইন, ২০১০)-এর ১১(ক)(১) ধারা মোতাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ শাহীনুর রহমান-কে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে, যে কোনো সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরকে তাঁহার পদ হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবেন ঃ

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি মোতাবেক পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি ও আইন দ্বারা নির্ধারিত ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং এ আদেশ যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

লায়লা আরজুমান্দ বানু
উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২)।

শাখা-১৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ ফাল্গুন ১৪১৯/০৫ মার্চ ২০১৩

নং শিম/শাঃ১৯/রাঃপ্রঃপ্রঃবিঃ-১/২০০৩/৮৬—রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৩ এর ১০(২) নং ধারা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৯-২০০৯ তারিখের স্মারক নং শিম/শা-১৯/রাঃপ্রঃবিঃ-১/২০০৩/৪২৩ এর ১ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. সিরাজুল করিম চৌধুরী-কে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক পরবর্তী উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ মর্তুজা আলী-কে সাময়িকভাবে উপাচার্যের দায়িত্ব পালনের অনুমতি প্রদান করেছেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাঈনউদ্দিন চৌধুরী
উপ-সচিব (বৃত্তি)।